হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৯

(১-২)এদিকে শৌল. হযরত ইসা মসিহের উম্মতদের হত্যা করার ভয় দেখাচ্ছিলেন। তিনি মহা-ইমামের কাছে গিয়ে দামেস্ক শহরের সিনাগোগগুলোতে দেবার জন্য চিঠি চাইলেন, যেনো যত লোক এই পথে চলে, তাঁরা পুরুষ বা মহিলা যে-ই হোক, তাঁদেরকে বেঁধে জেরুসালেমে আনতে পারেন।

(৩)পথে যেতে-যেতে তিনি যখন দামেস্কের কাছে এলেন, তখন হঠাৎ আসমান থেকে তাঁর চারদিকে উজ্জ্বল আলো পড়লো। (৪)তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং শুনতে পেলেন একটি কণ্ঠস্বর তাঁকে বলছেন, "শৌল, শৌল, কেনো তুমি আমার ওপরে জুলুম করছো?" (৫)তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "মালিক, আপনি কে?"

(৬)উত্তর এলো, "আমি ইসা, যাঁর ওপরে তুমি জুলুম করছো। এখন উঠে শহরে যাও এবং কী করতে হবে, তা তোমাকে বলা হবে।" (৭)যে-লোকেরা শৌলের সংগে যাচ্ছিলেন, তারা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কারণ তারা কথা শুনছিলেন কিন্তু কাউকে দেখতে পাননি। (৮)হযরত শৌল রা. মাটি থেকে উঠলেন। তাঁর চোখ খোলা থাকলেও তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। তাই তাঁর সঙ্গীরা হাত ধরে তাকে দামেস্কে নিয়ে গেলেন। (৯)তিন দিন পর্যন্ত তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না এবং কিছুই খেলেন না বা পান করলেন না।

(১০)দামেস্ক শহরে হযরত অননিয় রা. নামে একজন উম্মত ছিলেন। মসিহ তাঁকে দর্শনের মধ্য দিয়ে বললেন, "অননিয়।" জবাবে তিনি বললেন, "মালিক, এই যে আমি।" (১১-১২)মসিহ তাঁকে বললেন, "সোজা নামে যে-রাস্তাটা আছে, সেই রাস্তায় যাও এবং ইহুদার বাড়িতে গিয়ে তার্সো শহরের শৌল নামের এক লোকের খোঁজ করো। এই মুহূর্তে সে মোনাজাত করছে এবং দর্শনে দেখেছে যে, অননিয় নামে এক লোক এসে তাঁর ওপরে হাত রেখেছে, যেনো সে আবার দেখতে পায়।"

(১৩)কিন্তু হযরত অননিয় রা. উত্তর দিলেন, "মালিক, আমি অনেকের মুখে এই লোকের বিষয়ে শুনেছি যে, জেরুসালেমে সে তোমার কামেলদের ওপর কতো জুলুমই না করেছে। (১৪)এবং প্রধান

ইমামদের কাছ থেকে অধিকার নিয়ে সে এখানে এসেছে, যেনো যারা তোমার নামে মোনাজাত করে, তাঁদের ধরে নিয়ে যেতে পারে।”

(১৫)কিন্তু মসিহ তাকে বললেন, “তুমি যাও, কারণ অ-ইহুদিদের ও বাদশাহদের এবং বনি-ইস্রায়েলীয়দের কাছে আমার বিষয়ে প্রচার করার জন্য আমি তাকে বেছে নিয়েছি। (১৬)আমার জন্য তাকে কতো কষ্ট যে পেতে হবে, তা আমি নিজে তাকে দেখাবো।”

(১৭)তখন হযরত অননিয় র. গিয়ে সেই বাড়িতে ঢুকলেন এবং শৌলের ওপর হাত রেখে বললেন, “ভাই শৌল, হযরত ইসা আ., যিনি এখানে আসার পথে তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন, যেনো তুমি তোমার চোখের দৃষ্টি ফিরে পাও এবং আল্লাহর রুহে পূর্ণ হও।”

(১৮-১৯)তখনই তাঁর চোখ থেকে আঁশের মতো কিছু একটা পড়ে গেলো এবং তিনি আবার দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি উঠে বায়াত নিলেন এবং খাওয়া-দাওয়া করে শক্তি ফিরে পেলেন। (২০)তিনি দামেস্কে উম্মতদের সংগে কয়েকদিন থাকলেন। তখন তিনি সিনাগোগগুলোতে এই কথা বলে হযরত ইসা আ. এর বিষয়ে প্রচার করতে লাগলেন যে, তিনিই আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন।

(২১)যারা তাঁর কথা শুনলো, তারা আশ্চর্য হলো এবং বললো, “এ কি সেই লোক নয়, যে জেরুসালেমে যারা হযরত ইসা আ. এর নামে মোনাজাত করে, তাঁদের জুলুম করতো? এবং এখানেও যাঁরা তা করে, তাঁদের বেঁধে প্রধান ইমামদের কাছে নিয়ে যাবার জন্যই কি সে এখানে আসেনি?”

(২২)হযরত শৌল রা. আরো শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলেন এবং হযরত ইসা আ.-ই যে মসিহ, তা দামেস্কের ইহুদিদের কাছে প্রমাণ করে তাদের বুদ্ধি হারা করে দিলেন। (২৩-২৪)এর কয়েকদিন পর ইহুদিরা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে লাগলো, কিন্তু হযরত শৌল রা. তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন। তাঁকে হত্যা করার জন্য তারা শহরের দরজাগুলো দিনরাত পাহারা দিতে লাগলো। (২৫)কিন্তু একদিন রাতের বেলা তাঁর সাগরেদরা একটি ঝুড়িতে করে, দেয়ালের একটি জানালার মধ্য দিয়ে, তাঁকে নিচে নামিয়ে দিলেন।

(২৬)যখন তিনি জেরুসালেমে এলেন, তখন হাওয়ারিদের সংগে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁরা সবাই তাঁকে ভয় করতে লাগলেন। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করলেন না যে, তিনিও একজন উম্মত হয়েছেন। (২৭)কিন্তু হযরত বার্নবাস রা. তাঁকে সংগে করে হাওয়ারিদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁদের জানালেন, কীভাবে দামেস্কের পথে তিনি হযরত ইসা আ.কে দেখতে পেয়েছিলেন। এবং তিনি তাঁর

সংগে কীভাবে কথা বলেছিলেন, আর দামেস্কে তিনি হযরত ইসা আ. এর বিষয়ে কীভাবে সাহসের সংগে প্রচার করেছিলেন।

(২৮)অতঃপর তিনি জেরুসালেমে তাঁদের সংগে চলাফেরা করতে লাগলেন এবং সাহসের সংগে হযরত ইসা আ. এর বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন। (২৯)তিনি সাহসের সংগে গ্রীকদের সংগে কথা বলতেন ও তর্ক করতেন। কিন্তু তারা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করতে লাগলো। (৩০)ইমানদার ভাইয়েরা এ-কথা শুনে তাঁকে কৈসরিয়া শহরে নিয়ে এলেন এবং পরে তাঁকে তার্ষো শহরে পাঠিয়ে দিলেন।

(৩১)এই সময় ইহুদিয়া, গালিল ও সামেরিয়া প্রদেশের কওমরা সংগঠিত হয়ে উঠছিলেন ও তাঁদের মধ্যে শান্তি ছিলো। আল্লাহর প্রতি ভয়ে ও আল্লাহর রুহের উৎসাহে তাঁদের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছিলো।

(৩২)হযরত পিতর রা. সব জায়গার ইমানদারদের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে লুদ্দা গ্রামে বসবাসকারী একজন কামেলের কাছে এলেন। (৩৩)সেখানে তিনি আনিয়াস নামে একজনের দেখা পেলেন। সে অবশরোগে আট বছর ধরে বিছানায় পড়েছিলো। (৩৪)হযরত পিতর রা. তাঁকে বললেন, "আনিয়াস, হযরত ইসা মসিহ তোমাকে সুস্থ করছেন। ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নাও।" এবং তখনই সে উঠে দাঁড়ালো। (৩৫)এতে লুদ্দা ও সারোনের সমস্ত লোক তাকে দেখলো এবং আল্লাহর দিকে ফিরলো।

(৩৬)জাফা শহরে টাবিথা নামে একজন উম্মত ছিলেন। গ্রীক ভাষায় এই নামের অর্থ দর্কাস্। তিনি সব সময় ভালো কাজ করতেন ও গরিবদের সাহায্য করতেন। (৩৭)সেই সময় তিনি অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন। আর তারা তাকে গোসল করিয়ে ওপরের কামরায় রেখেছিলো। (৩৮)যেহেতু জাফা ছিলো লুদ্দার কাছে, তাই কওমের লোকেরা যখন শুনলেন যে, হযরত পিতর রা. সেখানে আছেন, তখন তারা দু' ব্যক্তিকে তার কাছে পাঠিয়ে তাকে এই অনুরোধ জানালেন, "দয়া করে তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে আসুন।"

(৩৯)সুতরাং, হযরত পিতর রা. তাঁদের সংগে গেলেন। তিনি সেখানে পৌঁছালে তাঁকে ওপরের কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো। বিধবারা সবাই তার চারদিকে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং দর্কা বেঁচে থাকতে যে-সব কোর্তা ও অন্যান্য কাপড়-চোপড় তৈরি করেছিলেন, তা তাঁকে দেখাতে লাগলেন। (৪০)তিনি তাদের সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিলেন এবং হাঁটু পেতে মোনাজাত করলেন। তিনি মৃত দেহের দিকে ফিরে বললেন, "টাবিথা, উঠো।" তিনি তখন চোখ খুললেন এবং হযরত পিতর রা.-কে দেখে উঠে বসলেন, এবং (৪১)তিনি তার হাত ধরে তাকে উঠতে সাহায্য করলেন। তারপর তিনি

কামেল ও বিধবাদের ডেকে দেখালেন যে, তিনি বেঁচে উঠেছেন। (৪২)এ-কথা জাফার সবাই জানতে পারলো এবং অনেকেই হযরত ইসা আ. এর ওপর ইমান আনলো। (৪৩)সেই সময় তিনি জাফাতে সিমোন নামের এক চামড়া-ব্যবসায়ীর বাড়িতে বেশ কিছুদিন থাকলেন।